নগর সংবাদ

নগর সংবাদ

এলজিইডির আওতাধীন
আরবান ম্যানেজমেন্ট
সাপোর্ট ইউনিট (UMSU)
এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

বর্ষ ৭ : সংখ্যা ২৪
এপ্রিল-জুন ২০১১

NAGAR SANGBAD
A QUARTERLY UMSU
PUBLICATION OF
LGED

Vol. VII No. 24
April-June 2011

www.lged.gov.bd

ভেতরের পাতায়

- সম্পাদকীয়
- নরসিংদী পৌরসভায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংবর্ধনা
- মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ
- টিএলসিসি সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী
- ময়মনসিংহ পৌরসভায় স্বপ্নযাত্রার উদ্বোধন
- ময়মনসিংহ পৌর মেয়রের সাক্ষাৎকার
- রংপুর বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান
- জামালপুর ও কুমিল্লা পৌরসভায় সিটিজেন চার্টার স্থাপন
- অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী চাঁদপুর পৌরসভা
- খিলগাঁও ফ্লাইওভারের ১টি লুপ নির্মাণ করছে এলজিইডি
- ইউজিপ-২ ভুক্ত ২৩ পৌরসভায় ডাবল কেবিন পিকআপ হস্তান্তর
- মাদারীপুর পৌরসভার ওয়েবসাইট উদ্বোধন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ জুন ২০১১ এলজিইডির ওয়েবসাইটে সারাদেশের জেলা ও উপজেলা ম্যাপ উন্মুক্ত করেন। ওয়েবসাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

এলজিইডির ওয়েবসাইটে জেলা ও উপজেলা ম্যাপ উন্মুক্ত করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ১২ জুন ২০১১ সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এলজিইডির ওয়েবসাইটে সারাদেশের জেলা ও উপজেলা ম্যাপ উন্মুক্ত করেন। এ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে দেশের যে কোনও স্থান থেকে যে কেউ প্রয়োজনীয় তথ্য ও ম্যাপ ডাউনলোড করতে পারবেন। এতে একদিকে যেমন প্রশাসনিক কাজে সুবিধা হবে, অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রণয়নে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া সহজতর হবে। স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে বসে শিক্ষকগণ সরাসরি দেশের যে কোনও অঞ্চলের মানচিত্র শিক্ষা দেয়ার কাজে ব্যবহার করতে পারবেন। ওয়েব সাইটের ঠিকানা হচ্ছে:

www.lged.gov.bd/viewmap.aspx

তিন বছরের বেশী সময় ধরে এলজিইডির প্রকৌশলী ও আইটি বিশেষজ্ঞগণ কঠোর পরিশ্রম করে বাংলাদেশের সবকটি জেলা ও উপজেলার ম্যাপ প্রস্তুত করেছেন। এতে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন টপোগ্রাফিক ম্যাপ, পুরাতন থানা ম্যাপ, কৃত্রিম উপগ্রহের সাহায্যে তোলা চিত্র (স্যাটেলাইট ইমেজ), এরিয়াল ফটোগ্রাফি ও জিপিএস এর সাহায্যে প্রাথমিক পর্যায়ে উপজেলা ম্যাপ তৈরী করা হয়। এই ম্যাপে প্রশাসনিক সীমানা, প্রশাসনিক সদর দপ্তর, সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার এবং শিক্ষা ও আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক অবস্থানের তথ্য সন্নিবেশিত আছে। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এলজিইডি ওয়েবসাইটে উপজেলা ও জেলা ম্যাপের সংযোজন একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ ধরনের ওয়েবসাইট তৈরীর জন্য এলজিইডিকে ধন্যবাদ জানান। উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণকালে পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি মনে রাখার জন্য এলজিইডির প্রকৌশলীদের উদ্দেশ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, নদ-নদীর নৌ চলাচলের বিষয় বিবেচনায় রেখে সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা করতে হবে। সেতু নির্মাণের সময় অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে নদী যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

এলজিইডির ওয়েবসাইট উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব এম এ করিম, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামান, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব জনাব আবুল কালাম আজাদ, একান্ত সচিব জনাব নজরুল ইসলাম খান, স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহীদ খান, যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ আব্দুল মালেক, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী জনাব মুনির সিদ্দিকী, সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার জনাব কায়েস বিন হাবীব উপস্থিত ছিলেন। ■

সম্পাদকীয়

পরিবেশ উন্নয়নে আমাদের প্রত্যেকের ভূমিকা

সুস্থ-সুন্দর নাগরিক জীবনের জন্য পরিবেশের উন্নয়ন অপরিহার্য। আমরা নিজেরাই প্রতিনিয়ত পরিবেশকে ফেলে দিচ্ছি চরম হুমকির মুখে। যথেচ্ছ গাছ কাটা, নদী ও জলাভূমি ভরাট করে অবকাঠামো নির্মাণ, পানি নিষ্কাশন ড্রেন বন্ধ করে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি, যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা, শিল্প কারখানার বর্জ্য পরিশোধিত না করে সরাসরি নদীতে ফেলা ইত্যাদি শহরাঞ্চলের পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ।

প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য পরিবেশ সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো এবং পরিবেশ রক্ষায় সরাসরি ভূমিকা রাখা। এ বছর বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল "আপনার সেবায় প্রকৃতি ও বন।" পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত তিনদিনব্যাপী পরিবেশ মেলার উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিল্প-কলকারখানার মালিকদের প্রতি তাদের ফ্যাক্টরির বর্জ্য নদ-নদীতে না ফেলার বিষয়ে সতর্ক থাকতে এবং ইফুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (ইটিপি) ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, উন্নয়নের সঙ্গে পরিবেশের এক ধরনের বৈরী সম্পর্ক রয়েছে; কিন্তু উন্নয়ন বন্ধ করা যাবে না। উন্নয়ন যাতে পরিবেশসম্মত ও টেকসই হয় সেজন্য গ্রিন টেকনোলজি ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর গুরুত্বারোপ করছে বাংলাদেশ।

এলজিইডি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করে থাকে। নগর উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে বিশেষ নজর দেয়া হয় পরিবেশ উন্নয়নের দিকে। এরই অংশ হিসেবে বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন পৌরসভায় ড্রেন নির্মাণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পৌর এলাকার বিভিন্ন স্থানে ডাস্টবিন নির্মাণ, ডাস্টবিন থেকে বর্জ্য সেকেন্ডারি স্টেশনে নিয়ে যাওয়ার জন্য গার্বেজ ভ্যান এবং ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য গার্বেজ ট্রাক সরবরাহ করা হয়েছে। নির্মাণ করা হয়েছে পাবলিক টয়লেট। শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়ন এবং এসব মানুষের বসবাসের এলাকায় স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিনির্মাণে ফুটপাত, ড্রেন, স্যানিটারি ল্যাট্রিন, ডাস্টবিন নির্মাণ এবং সুপেয় জলের জন্য টিউবঅয়েল স্থাপন করা হয় বিভিন্ন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে। নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে কয়েকটি পৌরসভার দরিদ্র জনগোষ্ঠি অধ্যুসিত এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ চালিত সড়ক বাতি স্থাপন করা হয়েছে।

নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প এবং দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভায় একজন নারী কাউন্সিলরের নেতৃত্বে জেন্ডার ও পরিবেশ উপ-কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে পৌরসভার পরিবেশ উন্নয়নে বৃক্ষরোপণ কার্যক্রম পরিচালনা, হোটেল-রেস্তোরাঁয় ভেজাল খাদ্য বিক্রি বন্ধে অভিযান চালানো এবং উন্নত খাবার পরিবেশনের দিকে দৃষ্টি দেয়া, যত্রতত্র গরু-ছাগল জবাই না করে এর জন্য নির্ধারিত স্থান ব্যবহার করা, নিয়মিত নগর পরিচ্ছন্ন রাখা ইত্যাদি। অন্যদিকে সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে নারী ও শিশু নির্যাতন বন্ধ, বাল্য বিবাহ না দেয়া এবং এসিড নিক্ষেপের মতো চরম অমানবিক কাজ যাতে নগরে বন্ধ করা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করা। এছাড়া সম্প্রতি সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্পভুক্ত কয়েকটি পৌরসভায় টয়লেটের সেপটিক ট্যাংক পরিষ্কার এবং ময়লা পরিবহনের জন্য ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার ও ট্রাক্টর এবং রাস্তা পরিষ্কারের জন্য হাইপ্রেশার জেট ক্লিনার সরবরাহ করা হয়েছে।

পরিবেশ উন্নয়নে নির্মিত অবকাঠামো এবং যন্ত্রপাতির যথাযথ ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পৌরবাসী ও পৌর কর্তৃপক্ষের। সঠিক সময়ে এবং নিয়মিত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ করা না হলে একদিকে যেমন মারাত্মকভাবে পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, সঙ্গে সঙ্গে টেকসই উন্নয়নও হবে বাধাগ্রস্ত। তাই নিজের আবাস এলাকার পরিবেশ পরিচ্ছন্ন ও বসবাস উপযোগী রাখতে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। ■

নরসিংদী পৌরসভায় জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংবর্ধনা সভায় এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী

নরসিংদী পৌর এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এ বছর এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া ২০৩ কৃতী শিক্ষার্থীকে নরসিংদী পৌরসভার উদ্যোগে সংবর্ধনা ও তাদের অভিভাবকদের নিয়ে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। গত ১১ জুন নরসিংদী পৌরসভা প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নরসিংদী পৌরসভার মেয়র জনাব লোকমান হোসেন। সংবর্ধনা ও অভিভাবক সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক জনাব আনোয়ার হোসেন, জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এবং জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান কৃতী শিক্ষার্থীদের আধুনিক চিন্তা-চেতনায় শিক্ষিত হয়ে আদর্শ মানুষ হিসেবে দেশের কাজে আত্মনিবেদনের আহবান জানান।

সভাপতির বক্তব্যে নরসিংদী পৌরসভার মেয়র জনাব লোকমান হোসেন পৌর এলাকায় একটি শিশুপার্ক, একটি আধুনিক কমিউনিটি সেন্টার এবং প্রধান সড়কটি প্রশস্ত করার বিষয়ে প্রধান অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সংবর্ধনাশেষে প্রধান প্রকৌশলী এলজিইডির ইউজিপ, ডিটিআইডিপি এবং নরসিংদী পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত পূর্তকাজ পরিদর্শন করেন। ■

মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত

রাজধানীর উত্তর-দক্ষিণে যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে এবং মগবাজার-মৌচাক এলাকার যানজট নিরসনকল্পে ৮.২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য গত ২ জুলাই ২০১১ সৌদি আরবের জেদ্দায় ৩৭৩ কোটি টাকার ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সৌদি সরকারের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব ইব্রাহিম বিন আব্দুল আজিজ আল-আসাফ এবং বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। প্রকল্পের আওতায় মগবাজার, মৌচাক, শান্তিনগর, মালিবাগ, সাতরাস্তা ও এফডিসি মোড় এলাকায় ছয়টি ইন্টারকানেক্ট এবং মালিবাগ ও মগবাজারে দুটি রেলওয়ে ইন্টারকানেক্ট নির্মাণ করা হবে। প্রকল্পটি নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ৭৭২.৭০ কোটি টাকা। এর মধ্যে সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডির) এর ৩৭৫.৪৩ কোটি টাকা ছাড়াও ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) এর কাছ থেকে পাওয়া যাবে ১৯৬.৮০ কোটি টাকা। বাকি ২০০.৪৭ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে। এলজিইডি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। উল্লেখ্য, গত ৮ মার্চ জাতীয় একনেক সভায় প্রকল্পটির অনুমোদন দেয়া হয়। ■

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের অন্তর্গত দশটি অঞ্চলের আঞ্চলিক উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকদের নিয়ে চলমান কার্যক্রমের ওপর অর্জিত অগ্রগতি সংক্রান্ত পর্যালোচনা সভা গত ১১ মে এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। এমএসপি-২ (কারিগরী সহায়তা প্রকল্প) এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ ও ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির বক্তব্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ বলেন, এলজিইডি কর্তৃক ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে পৌরসভাসমূহের দক্ষতাবৃদ্ধির যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তার সুফল এখন অনেকটাই দৃশ্যমান। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক, কারিগরী তথা সকল ক্ষেত্রে উজ্জল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এতে করে পৌরসভাসমূহের নাগরিক সেবা প্রদানের মান আরও উন্নত হচ্ছে। কার্য-অধিবেশনে আঞ্চলিক উপ-পরিচালকগণ তাদের আওতাধীন পৌরসভাসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতির চিত্র তুলে ধরেন। ■

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্পভুক্ত সব পৌরসভায় নগর সমন্বয় কমিটি বা টিএলসিসি গঠন করা হয়। এই কমিটি গঠনের মূখ্য উদ্দেশ্য পৌরকর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার টিএলসিসি গঠন এবং এর কার্যক্রমের সাফল্যের ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার দেশের সবগুলো পৌরসভায় টিএলসিসি গঠন ও তা কার্যকর করা বাধ্যতামূলক করেছে। প্রতি তিন মাস অন্তর পৌরসভায় টিএলসিসির সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

গত ৬ মে ইউজিপ-২ ভুক্ত কুমিল্লা এবং ১৩ মে সুনামগঞ্জ পৌরসভায় অনুষ্ঠিত হয় টিএলসিসির বিশেষ সভা। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এসব সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

কুমিল্লা পৌরসভার প্যানেল মেয়র জনাব হেলালউদ্দিন আহমেদ টিএলসিসির সভায় বক্তব্য রাখছেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান এবং এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এসময় উপস্থিত ছিলেন।

টিএলসিসি সভায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব ও এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী

কুমিল্লা পৌরসভার প্যানেল মেয়র জনাব হেলালউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম বা ইউজিআপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও এর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। টিএলসিসির সদস্যগণ ছাড়াও স্থানীয় পেশাজীবী, সাংবাদিক ও শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

সুনামগঞ্জ পৌর মেয়র জনাব মোঃ আইয়ুব বখত এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত টিএলসিসির সভায় সুনামগঞ্জ জেলার ডেপুটি কমিশনার জনাব মোঃ ফজলুর রহমান উপস্থিত ছিলেন। টিএলসিসির সদস্যবৃন্দ সভায় পৌর উন্নয়নে জনসম্পৃক্ততার এই সুযোগ সৃষ্টিকে সরকারের যুগান্তকারী পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন।

মুক্তাগাছা পৌরসভাঃ

গত ২৮ এপ্রিল মুক্তাগাছা পৌর পাঠাগার মিলনায়তনে নবনির্বাচিত পৌর পরিষদবর্গের দ্বারা পুনর্গঠিত টিএলসিসির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পৌর মেয়র জনাব মোঃ আব্দুল হাই আকন্দ। মহিলা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠির সদস্যবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে সভায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট উপস্থাপন করা হয় এবং বাজেটের কপি সদস্যদের কাছে পর্যালোচনা ও মতামতের জন্য দেয়া হয়। সভায় প্রাক্তন মেয়র জনাব মোঃ মানসুরুর রহমানসহ পৌর এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ পৌরসভাঃ

গত ২৯ মে শহীদ শাহাবুদ্দিন মিলনায়তনে ময়মনসিংহ পৌর মেয়র জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় টিএলসিসির সভা। সভায় ২০১০-২০১১ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট পর্যালোচনা ও ২০১১-২০১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত খসড়া বাজেট উপস্থাপন করা হয়। এছাড়াও সভায় ইউজিপ-২ এর নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম বা ইউজিআপ বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। সভায় ২০১১-২০১২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত খসড়া বাজেটের ওপর নাগরিকদের মতামত গ্রহণের জন্য বাজেটের কপি জনসম্মুখে প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ■

ময়মনসিংহ পৌরসভায় স্বপ্নযাত্রার উদ্বোধন

সন্তানদের নিরাপদ পরিবেশে রেখে কাজে যাওয়ার বিষয়টিকে নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউপিপিআরপির মাধ্যমে ময়মনসিংহ পৌরসভার সাতটি সিডিসি ক্লাষ্টারে চারটি দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। প্রকল্প শেষে এ কার্যক্রম অব্যহত রাখতে এবং হতদরিদ্র মানুষের আপন ঠিকানা তৈরীর স্বপ্ন "স্বপ্নযাত্রা" বাস্তবায়নে সিডিসির সদস্যরা তাদের আয়ের একটি অংশ একত্রিত করে একটি তহবিল গঠন করে। এই তহবিলের অর্থ বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক কাজে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ প্রেক্ষিতে ময়মনসিংহ পৌরসভার ক্যান্টিন মাসিক ছয়শত টাকায় ভাড়া নেয়া হয়েছে। হতদরিদ্র মানুষের পরিচালিত এই ক্যান্টিনে সকালের নাস্তা, স্ন্যাকস, দুপুরের খাবার, বিকেলের নাস্তাসহ শাড়ী, কাঁথা, বিছানার চাদর, থ্রিপিস এবং সৌখিন দ্রব্য নায্য মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এছাড়া এখানে চাহিদা অনুযায়ী খাবারের হোম ডেলিভারীরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। গত ৭ জুন পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু এবং ইউপিপিআর প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক জনাব মোঃ আজহার আলী "স্বপ্নযাত্রা"র উদ্বোধন করেন। ■

রংপুর বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের ওপর মতবিনিময় সভা

গত ৭ এপ্রিল রংপুর বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ জসীমউদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে রংপুর বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজের ওপর এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এসময় বক্তব্য রাখেন রংপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার জনাব বি এম এনামুল হক, রংপুর রেঞ্জের ডিআইজি জনাব বিনয়কৃষ্ণ বালা, রংপুর পৌরসভার মেয়র জনাব এ কে এম আব্দুর রউফ মানিক, জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এম এ বাশার। এছাড়া পৌর কাউন্সিলরবৃন্দ, রংপুর জেলার বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, স্থানীয় সাংবাদিক ও প্রকল্প অফিসের পরামর্শকগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় রংপুর বিভাগীয় শহরকে একটি অত্যাধুনিক শহরে রূপান্তরের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার ওপর তাদের মতামত উপস্থাপন করেন।

রংপুর বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ জসীমউদ্দিন আহমেদ পরিকল্পিত নগর উন্নয়নের মাধ্যমে রংপুর শহরকে একটি অত্যাধুনিক বিভাগীয় শহরে রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি মাষ্টার প্ল্যান অপরিহার্য মর্মে মত প্রকাশ করেন এবং এ কাজে সংশ্লিষ্টদের সর্বাধিক গুরত্বের সঙ্গে কাজ করার দিকনির্দেশনা দেন। জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এম এ বাশার বলেন, রংপুর বিভাগ হিসেবে মর্যাদা লাভ করায় এলজিইডি রংপুরে মাঝারী শহর পৌরসভা পর্যায়ের মাষ্টার প্ল্যানের পরিকল্পনা বাদ দিয়ে বিভাগীয় শহরকে বিবেচনায় এনে নতুন আঙ্গিকে মাষ্টার প্ল্যান তৈরীর কাজ শুরু করেছে। তিনি বলেন, এই মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, তথ্য সমৃদ্ধ এই মাষ্টার প্ল্যান ভবিষ্যত রংপুর শহরের টেকসই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। ■

রংপুর বিভাগীয় শহরের মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়ন কাজের ওপর এক মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন রংপুর পৌরসভার মেয়র জনাব এ কে এম আব্দুর রউফ মানিক। এসময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর বিভাগীয় কমিশনার জনাব মোঃ জসীমউদ্দিন আহমেদ।

ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু'র সাক্ষাৎকার

আমাদের দেশের পৌরসভাগুলোর রয়েছে নানা ধরনের সমস্যা। এর মধ্যে অন্যতম আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং দক্ষ কর্মীর অভাব। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ কম হওয়ায় পৌরসভাগুলোকে নির্ভর করতে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর। ফলে পৌরবাসীকে কাংখিত সেবা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না পৌরসভাগুলোর। নগর জনসংখ্যাবৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত নগরায়ণ, ভৌত অবকাঠামোর অপর্যাপ্ততা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে সৃষ্ট যানজট ও জলাবদ্ধতা; বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা ও বর্জ্য অব্যবস্থাপনা; সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের অবক্ষয়– প্রতিনিয়তই এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয় পৌর মেয়রদের।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনে ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু। ময়মনসিংহ পৌরসভার সামগ্রীক উন্নয়নে কী ভাবছেন তিনি? কীভাবে এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে পৌরবাসীর কাছে পৌঁছে দেবেন কাংখিত সেবা– সেই পরিকল্পনার কথাই বলেছেন তিনি এই সাক্ষাৎকারে।

ময়মনসিংহ পৌরসভার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার মেয়র হিসেবে পৌর প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে আপনার স্বপ্ন (ভিশন) কী?

ময়মনসিংহ পৌরসভা বাংলাদেশের অবহেলিত পৌরসভাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখানে নাগরিক সুবিধাসমূহ অপ্রতুল। ময়মনসিংহ পৌরসভাকে আধুনিক তিলোত্তমা নগরী হিসেবে গড়ে তোলা এবং পৌর প্রতিষ্ঠানকে আক্ষরিক অর্থে সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করাই আমার স্বপ্ন।

আপনার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের কৌশল কী?

ময়মনসিংহ পৌরসভার সম্পদ অত্যন্ত সীমিত। এই সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করে পৌর পরিষদকে গতিশীল ও জবাবদিহিতার আওতায় আনা; বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে সর্বোচ্চ সুযোগ নিশ্চিত করা এবং পরিকল্পিতভাবে কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে স্বপ্ন বাস্তবায়নে এগিয়ে চলা।

পৌর প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে আপনার দৃষ্টিতে কোনও সমস্যা থাকলে তা কী কী?

দীর্ঘদিন যাবৎ পৌর প্রশাসন গতানুগতিক যে ধারায় পরিচালিত হয়ে আসছিল তা থেকে বেরিয়ে আসা এখন সময়ের দাবী। কিন্তু এটা সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার। আগেই বলেছি যে, পৌরসভার সম্পদ অত্যন্ত সীমিত। এই সীমিত সম্পদ দিয়ে পৌরসভা পরিচালনা করা খুবই কষ্টসাধ্য। যেহেতু পৌর পরিষদ আপামর জনসাধারণের ইচ্ছার প্রতিফলন; এখানে ভিন্ন মতের, ভিন্ন পেশার এবং ভিন্ন দলের প্রতিনিধি থাকাটাই স্বাভাবিক। সমস্ত পরিষদের মতামতকে সমন্বয় করে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ নিতান্তই দুঃসাধ্য একটি ব্যাপার। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করলে পৌর প্রশাসন আরো গতিশীল করা যাবে। এছাড়া পৌরসভায় নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ-বদলির ক্ষেত্রে সরকারের যথাযথ মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে কার্যকর সমন্বয় সাধন একটি চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার।

ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ ইকরামুল হক টিটু

পৌরসভা পৌরবাসীকে বিভিন্ন ধরনের পরিসেবা দিয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে কোন কোন সেবাকে আপনি অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন?

ময়মনসিংহ পৌরসভার পরিসেবার পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। আমাদের মূল লক্ষ্য হচ্ছে পৌরসভাকে জন মানুষের ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটানোর প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করা। এ ছাড়া যে সব সেবার মাধ্যমে বেশী মানুষ উপকৃত হয় সেসব সেবাকে অগ্রাধিকার দেয়া। জন্ম-নিবন্ধন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, জলাবদ্ধতা নিরসন, রাস্তা সংস্কার ও নির্মাণ, রাস্তার বৈদ্যুতিকবাতি নিশ্চিতকরণ আমাদের সেবায় অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে।

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভার প্রধান সমস্যাগুলো কী? এসব সমস্যা নিরসনে আপনার পরিকল্পনা কী?

সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এগুলো হচ্ছে– আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের অপ্রতুলতা, দক্ষ জনশক্তির অভাব এবং কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন-ভাতাদি পরিশোধ ইত্যাদি। এসব সমস্যা নিরসনের লক্ষ্যে জনগণকে নিয়মিত পৌরকর প্রদানে উদ্বুদ্ধ করা, সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে সমস্যা উপস্থাপন করা এবং সমস্যাগুলো সমাধানের লক্ষ্যে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করা।

ময়মনসিংহ শহরকে যানজট মুক্ত করতে কোনও উদ্যোগ নিয়েছেন কি-না?

ময়মনসিংহ একটি প্রাচীন শহর। এখানে রাস্তাঘাট অপ্রতুল। যানজট নিরসনের লক্ষ্যে বাইপাস সড়ক নির্মাণ, রাস্তা প্রশস্তকরণ, নতুন রাস্তা নির্মাণ, রিকশা-টেম্পু-মাইক্রোবাসের পার্কিং স্থান সুনির্দিষ্টকরণসহ ট্রাফিক পুলিশদের সহযোগিতার জন্য কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থার উন্নয়নে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এ ছাড়া বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে ময়মনসিংহ শহরের প্রধান সড়কসমূহ সড়ক ও জনপদ অধিদপ্তরের। যানজট সমস্যা দূর করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে রাস্তা প্রশস্ত করার বিষয়ে তাগিদ দেয়া হয়েছে।

পৌর এলাকার সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে আপনার গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বলুন।

ময়মনসিংহ পৌর এলাকায় জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সহাবস্থান করে আসছে। বর্তমানে দ্রুত নগরায়নের ফলে অপরিকল্পিত ভাবে বসতি গড়ে উঠছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। মাদক, যৌতুক, বাল্য-বিবাহের মত সামাজিক ব্যাধিতে পৌর এলাকা আক্রান্ত। সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে সিডিসি, ডব্লিউএলসিসি এবং কমিউনিটি পুলিশিং ব্যবস্থা জোড়দার করা হচ্ছে। প্রতি ওয়ার্ডে সামাজিক পরিবেশ রক্ষার জন্য কমিটি গঠন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

শহরকে আবর্জনা ও জলাবদ্ধতা থেকে মুক্ত করতে কী ভাবছেন?

ময়মনসিংহ শহরে আবর্জনা ও জলাবদ্ধতা একটি অন্যতম প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পৌরসভার সীমিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবা প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৫টি ওয়ার্ডে এলজিইডির ইউজিপ-২ এর মাধ্যমে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ শুরু হয়েছে। বাকী ওয়ার্ডগুলোতে ইউপিপিআরপি এবং অন্যান্য সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। শহরের জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য পৌরসভা এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ড্রেন নির্মাণ এবং সংস্কারের কাজ চলছে। পাশাপাশি পৌরসভার পরিচ্ছন্ন কর্মীরা আবর্জনা পরিস্কার এবং জলাবদ্ধতা দূর করার জন্য রাতদিন কাজ করে যাচ্ছেন। পৌরবাসীর সহযোগিতা এবং সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী সংস্থার সহযোগিতায় শহরের আবর্জনা ও জলাবদ্ধতা দূর করে একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরী করতে পারব ইনশাল্লাহ্।

দরিদ্র জনগোষ্ঠির জন্য ময়মনসিংহ পৌরসভা থেকে কী উদ্যোগ নেয়া হয়েছে?

ময়মনসিংহ পৌরসভার মোট জনগোষ্ঠির একটি বড় অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রধান সমস্যা হল অর্থনৈতিক। এই বিশাল জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নে পৌরসভার ইচ্ছা থাকলেও বাজেট স্বল্পতার কারণে তেমনভাবে কিছু করা হয়ে ওঠে না। তারপরও আমি নির্বাচিত হওয়ার পর দরিদ্র জনগোষ্ঠির উন্নয়নে কিছুটা বাজেট বৃদ্ধি করেছি। এছাড়া এলজিইডির প্রকল্প, যেমন –ইউজিপ-২, ইউপিপিআরপি, স্টিফ-২ এর মাধ্যমে এই দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করা হচ্ছে।

পৌরসভা উন্নয়নে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

পৌরসভার আয়ে এবং বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পৌরসভার বিদ্যমান সমস্যা সমূহের সমাধান করে একটি মডেল পৌরসভায় রূপান্তরিত করাই আমার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। ■

জয়েন্ট রিভিউ মিশন চাঁদপুর পৌরসভা পরিদর্শনকালে টিএলসিসির সভায় যোগ দেয়। সভায় বক্তব্য রাখছেন ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

মিশন

জয়েন্ট রিভিউ মিশন: ইউজিপ-২

এডিবি, জিআইজেড ও কেএফডব্লিউ এর জয়েন্ট রিভিউ মিশন গত ৩-৫ মে চাঁদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চৌমুহনী ও পরশুরাম পৌরসভায় চলমান এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচির (ইউজিআপ) বিভিন্ন অংশের বাস্তবায়ন কাজ দেখেন। মিশন সদস্যরা হলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের সিনিয়র প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, প্রজেক্ট এ্যানালিস্ট জনাব মোঃ লিয়াকত আলী খান, জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট বিষয়ক পরামর্শক মিসেস রীনা সেন গুপ্তা; জিআইজেড এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ওলাফ হ্যান্ডলোজটেন, জিপিডি টিম লিডার আলেকজান্ডার জ্যাক নও এবং কেএফডব্লিউ এর সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার জনাব হাবিবুর রহমান। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মহিরুল ইসলাম খান, ডেপুটি টিম লিডার জনাব মোঃ আবদুল গফফার ও জিআইসিডির টিম লিডার জনাব চৌধুরী ফজলে বারী প্রমুখ মিশনের সঙ্গে পৌরসভা সফরে অংশ নেন। পৌরসভা পরিদর্শনকালে সবগুলো পৌরসভায় টিএলসিসির সভা অনুষ্ঠিত হয়। মিশন সদস্যবৃন্দ এবং প্রকল্পের কর্মকর্তাবৃন্দ টিএলসিসির এসব সভায় অংশ নেয়। ■

ইউকেএইড-ইউএনডিপি ওপিআর মিশন: ইউপিপিআরপি

প্রকল্পের অগ্রগতি দেখার জন্য তিন সদস্যের ওপিআর (আউটপুট -টু-পারপাস রিভিউ) মিশন গত ৪-১৮ মে ইউপিপিআর প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং ইউকেএইড, ইউএনডিপি, আইএলওসহ অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করে। মিশন প্রধান দিশা ভিড়াপানা এর নেতৃত্বে মিশনের অপর সদস্যরা হলেন ডেভিড জি. ভি স্মিথ এবং প্রফেসর আমিরুল ইসলাম চৌধুরী। মিশন সদস্যগণ ইউপিপিআর প্রকল্পভুক্ত রংপুর ও বগুড়া পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকার বিভিন্ন বস্তিতে চলমান প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করেন। সেখানে তারা প্রকল্পের প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ, আন্তর্জাতিক কর্মসূচি পরিচালক জনাব রিচার্ড গ্যায়ার, জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক জনাব মোঃ আজহার আলী প্রমুখ। ■

পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নগর পরিকল্পনাবিদদের ভূমিকা শীর্ষক কর্মশালা

গত ২৩ মে এলজিইডির ঢাকা অঞ্চলের আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতাভুক্ত পৌরসভার নগর পরিকল্পনাবিদদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় "পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নগর পরিকল্পনাবিদদের ভূমিকা" শীর্ষক কর্মশালা। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, জনাব মোঃ এ কে এম রেজাউল ইসলাম এবং পরামর্শক জনাব মোঃ আব্দুল গফফার এসময় উপস্থিত ছিলেন। ■

প্রশিক্ষণ

প্রাক্কলন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:

এলজিইডির এমএসপি-২ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের এমএসইউ পৌরসভার কার্য-সহকারীদের জন্য পাঁচদিনব্যাপী প্রাক্কলন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ১২ ও ১৯ জুন দুইব্যাচে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ। এসময় তিনি বলেন, পৌরসভার উন্নয়নে কার্য-সহকারীদের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তিনি কার্য-সহকারীদের আন্তরিকতার সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেয়ার পরামর্শ দেন, যাতে পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে এই জ্ঞানকে সঠিকভাবে কাজে লাগোনো যায়। ■

এ্যাকাউন্টাবিলিটি এন্ড সাসটেইনাবিলিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ:

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের রিজিওনাল কো-অর্ডিনেটর ও ফ্যাসিলিটেটরদের অংশগ্রহণে এ্যাকাউন্টাবিলিটি এন্ড সাসটেইনাবিলিটি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ গত ২৩ এপ্রিল এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মহিরুল ইসলাম খান, জনাব মোঃ এ কে এম রেজাউল ইসলাম এবং পরামর্শক জনাব মোঃ আব্দুল গফফার ও চৌধুরী ফজলে বারী প্রমুখ। ■

এমএসইউর আয়োজনে পৌরসভার কার্য-সহকারীদের প্রাক্কলন প্রণয়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ।

জামালপুর ও কুমিল্লা পৌরসভায় সিটিজেন চার্টার স্থাপন

নাগরিকগণ ন্যূনতম সময়ের মধ্যে যাতে কাংখিত পৌরসেবা পেতে পারেন, সেটাই সবার কাম্য। কিন্তু পৌরসভার আর্থিক দীনতা, দক্ষ জনবল ও সুশাসনের অভাবে তা সম্ভব হয় না। এমনই এক প্রেক্ষাপটে ২০০৩ সালের জুলাই মাসে শুরু হয় এডিবি সহায়তাপুষ্ট নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিপ)। এই প্রকল্পে পৌরসভাকে অবকাঠামো উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা দেয়া হয়েছে নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কার্যক্রম বা ইউজিআপ বাস্তবায়নের সফলতার ওপর। ইউজিআপ বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে নগরবাসীর সচেতনতা বাড়িয়ে পৌরসভার কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে নেয়া হয় নানান পদক্ষেপ। নাগরিকদের পৌরসভামুখী করতে যেসব উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম সিটিজেন চার্টার। পৌরসভায় কী কী সেবা পাওয়া যাবে, কোন সেবা পেতে কার কাছে যেতে হবে, কতদিনে এবং কতটা সময়ে ঈপ্সিত সেবা পাওয়া যাবে– সেসব তথ্য মূলতঃ লেখা থাকে সিটিজেন চার্টারে। ইউজিপের সাফল্যের পর দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পেও (ইউজিপ-২) একই ধরনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। যার অংশ হিসেবে গত ২৫ এপ্রিল জামালপুর এবং ২ মে কুমিল্লা পৌরসভা কার্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে সিটিজেন চার্টার স্থাপন করা হয়। সিটিজেন চার্টারে পৌর পরিসেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়ার বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে। ■

অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী চাঁদপুর পৌরসভা

উনিশ শতকের ষাটের দশক থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলাদেশে পৌরসভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তিনশতাধিক। পৌরসভা সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য পৌরবাসীকে নাগরিক সুবিধা দেয়া। আমাদের দেশের পৌরসভাগুলো কি পারছে মানসম্মত পরিসেবা দিয়ে পৌরবাসীকে সন্তুষ্ট করতে? জনগণের কাছে পরিসেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য পৌরসভার দরকার অর্থ, দক্ষ জনবল এবং একটি উন্নত নগর পরিচালন ব্যবস্থা। পৌরসভার অর্থের যোগান আসে মূলতঃ স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির থোক বরাদ্দ থেকে। স্থানীয় সম্পদের প্রধান উৎস দু'টি– পৌরকর এবং নিজস্ব অন্যান্য উৎস খাত। এ দুটো খাতে আদায়কৃত অর্থের ওপর পৌরসেবার ব্যাপ্তি ও মান অনেকটা নির্ভর করে। সম্পদ স্বল্পতা যেমন উন্নয়নকে ব্যহত করে, তেমনি দক্ষ জনবলের অভাব এবং পরিচালন ব্যবস্থার দুর্বলতা থাকলে কাংখিত সেবা দেয়া সম্ভব হয় না। এই প্রেক্ষাপটে ২০০৩-২০১০ মেয়াদে এডিবি সহায়তাপুষ্ট এলজিইডির নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের সফল সমাপ্তির পর দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প বা ইউজিপ-২ এর কাজ বর্তমানে দেশের ৩৫টি পৌরসভায় পরিচালিত হচ্ছে। চাঁদপুর পৌরসভা এদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত চাঁদপুর পৌরসভা ঐতিহ্যগতভাবে শতবর্ষী হলেও আর্থিক দীনতা ও পৌরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রে অদক্ষতা এই জনপদের মানুষের কাছে তাঁদের কাংখিত সেবা পৌঁছে দিতে পারেনি দীর্ঘদিন। এলজিইডির ইউজিপ-২ প্রকল্পভুক্ত হওয়ার পর পৌরসভা পরিচালনার পালে লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। আর এর হাল ধরে আছেন যিনি, পৌর মেয়র জনাব নাসির উদ্দিন আহম্মদ, তাঁর দক্ষ নেতৃত্বে চাঁদপুর পৌরসভা এখন নাগরিকদের কাছে একটি দক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্ম প্রকাশ করেছে। পৌরসভার কাজে এসেছে গতি, এসেছে স্বচ্ছতা। তাইতো একসময়কার দীনহীন এই প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এখন অনেকটাই মজবুত। এ প্রসংগে পৌর মেয়র বলেন, "আমি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে এই পৌরসভার দেনা পেয়েছি ২৩ কোটি টাকা। এর বিপরীতে রাজস্ব পেয়েছি মাত্র ৩.২৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ ঘাটতি প্রায় ২০ কোটি টাকা। তখন বার্ষিক ব্যয় ছিল ৫ কোটি টাকার ওপরে। বছরের দেনা থাকতো ২ কোটি টাকা। গত পাঁচ বছরে পৌরসভার নিজস্ব বার্ষিক আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ কোটি টাকায়। এখন বার্ষিক ব্যয় হয় ৮ কোটি টাকা। পরিশোধের পর ২৩ কোটি টাকার দেনা এখন দাঁড়িয়েছে ৭ কোটিতে। ২০১১-২০১২ অর্থবছরে ১৬ কোটি টাকার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে।"

শতাব্দী প্রাচীন এ পৌরসভার নাগরিকদের আধুনিক সেবা দিতে যে সব পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– জনগণের স্বতস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্র তৈরী করা, পৌরসভার আয় বৃদ্ধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা বাড়িয়ে পৌর পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি করা। আর এ জন্য প্রথমেই যেটা করা হয়, তা হলো– পৌর মেয়র, কাউন্সিলর, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সকাল সাড়ে নয়টায় জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান দেখিয়ে দৈনন্দিন কাজ শুরু করা; পৌর সেবা প্রাপ্তির বিষয় জনগণকে জানানোর জন্য পৌর চত্বরে বিশাল আকারের নাগরিক সনদ (সিটিজেন চার্টার) স্থাপন করা; টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি, সিবিও ইত্যাদি গঠন, নিয়মিত সভা অনুষ্ঠান এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নেয়া; জনগণের সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ নিরসনে 'অভিযোগ প্রতিকার সেল' গঠন করা।

পৌরসভার আয় বাড়ানোর জন্য কম্পিউটার পদ্ধতিতে সব ধরনের বিল তৈরী ও ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য চাঁদপুর পৌরভবনের নিজস্ব কম্পিউটার রুমে স্থাপিত উচ্চমানের সার্ভারে সকল গ্রাহকের তথ্যাদি স্বতন্ত্র গ্রাহক আইডির মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও প্রতি মাসে অনুষ্ঠিত স্টাফ কাউন্সিল সভায় অনাদায়ী বিল আদায়ের বিষয়ে আলোচনা এবং তা আদায়ের জন্য মাইকিং ও নোটিশ পাঠানো হয়। ফলে আদায়ের হার বেড়েছে বিস্ময়করভাবে।

পৌরসভার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে এলজিইডি ইউএমএসইউ এর মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান অব্যাহত রেখেছে। ফলে পৌর পরিচালনা ব্যবস্থার বিশেষ উন্নতি হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দিন বদলের প্রত্যয় হিসেবে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে চাঁদপুর পৌরসভা ইতোমধ্যে ই-গভার্নেন্স প্রচলনের অন্যতম প্রধান ধাপ হিসেবে ওয়েবসাইট চালু করেছে। ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে www.chandpurpourashava.com। এই ওয়েবসাইটে পৌরসভার যাবতীয় তথ্য, যেমন– পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ছবিসহ ব্যক্তিগত তথ্য ও মোবাইল নম্বর, যাবতীয় সেবার তালিকা, বিভিন্ন আবেদন ফরমের ডিজিটাল কপি, সিটিজেন চার্টার, ফটো গ্যালারী ইত্যাদি সন্নিবেসিত হয়েছে। আর এভাবেই স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশে পৌরসভা পরিচালনায় অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে চাঁদপুর পৌরসভা। ■

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তে ১টি লুপ নির্মাণ করছে এলজিইডি

ঢাকা শহরকে যানজটমুক্ত করার লক্ষ্যে এলজিইডির আওতায় "খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তে ১টি লুপ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তে একটি লুপ নির্মাণ করা হবে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে এই প্রকল্পের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। খিলগাঁও ফ্লাইওভারের সায়েদাবাদ প্রান্তে লুপ না থাকায় প্রগতি সরণী ও ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চল অর্থাৎ মাদারটেক, বাদামতলী, বাসাবো, সিপাহীবাগ থেকে আগত বিপুল সংখ্যক যানবাহন মতিঝিল, রাজারবাগসহ আশেপাশের এলাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে ফ্লাইওভার ব্যবহার করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সায়েদাবাদ প্রান্তের লুপটি নির্মিত হলে বর্তমান ফ্লাইওভারের ক্ষমতা বেড়ে যাবে। একই সঙ্গে খিলগাঁও রেলক্রসিং ও রোড ইন্টারসেকশনের যানজট কমে আসবে। নির্মাণাধীন লুপের মোট দৈর্ঘ্য ৭৫০মিঃ এবং এর জন্য ব্যয় হবে ৬৯.৭৫ কোটি টাকা। প্রকল্পটি গত ২৬/১০/২০১০ইং তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের ডিজাইন ও সুপারভিশনের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে ডিজাইন প্রস্তুত ও জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। ২০১৩ইং সালের জুন মাসের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে মর্মে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য, এলজিইডি ২০০১ সালে খিলগাঁও মূল ফ্লাইওভারের কাজ শুরু করে এবং ২০০৫ সালের মার্চ মাসে এটা যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। ফ্লাইওভারের মূল পরিকল্পনায় খিলগাঁও ও সায়েদাবাদ উভয় প্রান্তে লুপ ধরা থাকলেও সায়েদাবাদ প্রান্তের লুপটি বাদ দিয়ে ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ■

ইডিডিআরপির উদ্যোগে ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পৌর অবকাঠামো পুনর্বাসন কাজ শেষ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভাসমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো পুনর্বাসন, পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধিসহ পৌরবাসীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে। ২০০৭ সালের ভয়াবহ বন্যায় বাংলাদেশের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহের মধ্যে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত ২৭টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো এলজিইডির ইডিডিআরপি -০৭ (পার্ট-সি: মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার) প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। পৌরসভাগুলো হচ্ছে– ভাংগা, বি-বাড়িয়া, ছাগলনাইয়া, চাঁদপুর, ফরিদপুর, ফেণী, গাজীপুর, গোপালগঞ্জ, গোপালপুর, জামালপুর, মাগুরা, মুকসুদপুর, মানিকগঞ্জ, মিরকাদিম, মুন্সিগঞ্জ, নগরকান্দা, নরসিংদী, পরশুরাম, রাজবাড়ী, শাহজাদপুর, শরীয়তপুর, সিংগাইর, সিংড়া, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, টাংগাইল ও টংঙ্গী। এ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ২৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬২৮ কিঃমিঃ রাস্তা পুনর্বাসন, ৯৪৫ মিঃ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ ও ৯৬ কিঃমিঃ ড্রেন পুনর্নির্মাণ করা হয়। প্রকল্পটি ১লা জানুয়ারি ২০০৮ সালে শুরু হয়ে ৩১ মার্চ ২০১১ এ শেষ হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্পভুক্ত প্রত্যেকটি পৌরসভার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি হয়েছে। নারী-পুরুষের সরাসরি অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত এ প্রকল্পে বাংলাদেশ সরকারের পাশাপাশি এডিবি, জাইকা, সিডা ও ওফিড অর্থায়ন করে। ■

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান ইউজিপ-২ ভুক্ত পৌরসভার মেয়রদের কাছে ডাবল কেবিন পিকআপের চাবি ও আনুসাঙ্গিককাগজ হস্তান্তর করেন। এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও ইউজিপ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ইউজিপ-২ ভুক্ত ২৩টি পৌরসভায় ডাবল কেবিন পিকআপ হস্তান্তর

গত ১৮ জুন ২০১১ দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পভুক্ত ২৩টি পৌরসভার মেয়রদের কাছে ডাবল কেবিন পিকআপ হস্তান্তর করা হয়। পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন কাজের যথাযথ তদারকি এবং গুণগতমান নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে পিকআপসমূহ বিতরণ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেন, পরিকল্পিত নগরায়নে নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে মেয়রদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আগামীতে পৌরসভাসমূহে যা কিছু উন্নয়ন করা হবে তা হতে হবে পরিকল্পিত। পৌরসভার একটি নির্দিষ্ট এলাকাকে রেসিডেন্টসিয়াল জোন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তিনি মেয়রদের অনুরোধ জানান। এছাড়া পৌর এলাকার স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা পরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলার জন্য এখন থেকেই স্থান নির্ধারণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে পৌরসভার মেয়রগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান প্রকল্প থেকে বিভিন্ন পৌরসভায় এ পর্যন্ত যেসব যন্ত্রপাতি দেয়া হয়েছে তার বিবরণ দেন এবং আগামীতে আরও বেশ কিছু যন্ত্রপাতি দেয়া হবে মর্মে উল্লেখ করেন।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, জনাব মোঃ আবুল হাসান, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার মেয়র এবং এলজিইডির উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন। ■

ভৈরব পৌরসভায় ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারিত

শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য ভৈরব পৌরসভা বেশ কতগুলো কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। ২০০৫ সালে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় সীমিত পরিসরে নগর দারিদ্র্যহ্রাস, ক্ষুদ্রঋণ, স্যাটেলাইট স্কুল, মা ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং দরিদ্র এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে পৌরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রতি বছরের উন্নয়ন বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রেখে এ কার্যক্রমকে পৌরসভার ১২টি ওয়ার্ডের ২২টি বস্তি ও কমিউনিটিতে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পৌর এলাকায় বসবাসরত প্রায় পাঁচ হাজার দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নকল্পে প্রাথমিক পর্যায়ে দলীয়ভাবে দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। মে ২০১১ পর্যন্ত ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে ১৮০০ জন দরিদ্র নারীর মধ্যে ৫.৫০ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এসময়ের মধ্যে দলীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, প্রশিক্ষণ, নাগরিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম, বস্তি এলাকায় ভৌত অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য কমানোর চেষ্টা চালানো হচ্ছে। ■

মাদারীপুর পৌরসভার ওয়েবসাইট উদ্বোধন

মাদারীপুর পৌরসভার সার্বিক তথ্য জনসাধারণের হাতের কাছে নিয়ে আসা, পৌরসভার উন্নয়নে জনসাধারণের মতামত ও পরামর্শ গ্রহণ এবং বহির্বিশ্বে বসবাসরত মাদারীপুর পৌরসভার নাগরিকদের সঙ্গে পৌরসভার যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে গত ১২ এপ্রিল মাদারীপুর পৌরসভার ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়। ওয়েবসাইটের ঠিকানা হচ্ছে, www.madaripurmunicipality.org। মাদারীপুর জেলার ডেপুটি কমিশনার জনাব শশী কুমার সিংহ ওয়েবসাইট উদ্বোধন করেন। পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ খালিদ হোসেন ইয়াদ উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করেন। ওয়েবসাইটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌর কাউন্সিলরসহ পৌরসভার সর্বস্তরের জনসাধারণ উপস্থিত ছিলেন। ওয়েবসাইটে পৌরসভা থেকে বিভিন্ন সেবা প্রদানের তথ্যসহ পৌরসভার সাধারণ তথ্য, টেন্ডার নোটিশ, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি, মেয়রের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আয়ের তথ্য, পৌরসভার মানচিত্র ও সাম্প্রতিক ঘটনার তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

গোপালগঞ্জ পৌরসভায় কমিউনিটি আর্কিটেকচার এন্ড লো-কষ্ট হাউজিং বিষয়ক কর্মশালা

১০ জুন গোপালগঞ্জ পৌরসভায় এশীয়ান কোয়ালিশন ফর হাউজিং রাইটস (এসিএইচআর) এর আওতাধীন এশীয়ান কোয়ালিশন ফর কমিউনিটি এ্যাকশন (আকা) কর্মসূচির সহায়তায় "কমিউনিটি আর্কিটেকচার ফর কম্প্রিহেনসিভ সাইট প্ল্যানিং এন্ড লো-কষ্ট হাউজিং" শীর্ষক সপ্তাহব্যাপী কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। এলজিইডির নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (ইউপিপিআর) প্রকল্প আয়োজিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গোপলগঞ্জ জেলার ডেপুটি কমিশনার শেখ ইউসুফ হারুন ও প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ। এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী বলেন, বর্তমান সরকার দরিদ্র মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। এই কর্মশালার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মানুষের জন্য কম খরচে দৃষ্টি নন্দন বাড়ির যে মডেল উদ্ভাবন করা হবে, তা সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে দেশব্যাপী এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমদ কর্মশালা আয়োজনের জন্য আয়োজক এবং দেশী-বিদেশী অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই কর্মসূচির মাধ্যমে গোপালগঞ্জ শহরের দরিদ্র মানুষের পুনর্বাসনের কাজ শুরু হলো।

গোপালগঞ্জ জেলার ডেপুটি কমিশনার শেখ ইউসুফ হারুন বলেন, উচ্ছেদকৃত মানুষের পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও ভূমি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, এই হাউজিং কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে গোপালগঞ্জ শহরের দরিদ্র মানুষের পুনর্বাসনে আরও সরকারি জমি বরাদ্দ দেয়া হবে।

সভাপতির ভাষণে মেয়র জনাব মোঃ রেজাউল হক সিকদার রাজু দরিদ্র মানুষের জন্য বিশ্বমানের কর্মশালা আয়োজন করায় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। ■

কমিউনিটি আর্কিটেকচার এন্ড লো-কষ্ট হাউজিং বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী।

পৌরসভার আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে

–স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী

এলজিইডির স্টিফ-২ প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার মেয়রদের হাতে ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার ও হাইপ্রেশার জেটিং ইউনিটের চাবি হস্তান্তর করেন মাননীয় স্থানীয় সরকার ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান, এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এবং স্টিফ-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

"পৌরসভার আধুনিকায়নে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। নাগরিক সুবিধাবৃদ্ধির সঙ্গে মানসম্মত সেবা দিতে এই সরকার নতুন নতুন সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এছাড়া গ্রামীণ রাস্তা-ঘাট, হাটবাজার উন্নয়নের পাশাপাশি শহর অঞ্চলের অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই সরকার এগিয়ে।"

এডিবি, ওপেক ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে এলজিইডির সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন (ফেজ-২) প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়নকল্পে পয়ঃনিষ্কাষন ও বর্জ্য অপসারণের জন্য আধুনিক যন্ত্রপাতি বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি একথা বলেন।

গত ১২ এপ্রিল ২০১১ এলজিইডি সদর দপ্তরে আয়োজিত সভায় তিনি আরও বলেন, সুস্থ, সুন্দর, উন্নত, নিরাপদ ও আধুনিক সমাজ গড়তে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়েছে। এলজিইডির মাধ্যমে সরকার সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মানসম্মত অবকাঠামো নির্মাণ করছে, ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। তিনি বলেন, জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়নকে জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে প্রয়োজন নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কর্মস্পৃহা, আন্তরিকতা, জবাবদিহিতা ও জনগণের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে হতে হবে আধুনিক চিন্তা-চেতনায় সমৃদ্ধ জনগণের সত্যিকারের বন্ধু।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, এই যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে একদিকে পৌরসভায় রাজস্ব আয় বাড়বে, অন্যদিকে মানুষের দুর্ভোগ কমবে। তিনি পৌরসভার মেয়রদের এসব যন্ত্রপাতির সঠিক ব্যবহার, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনুরোধ করেন।

সভাপতির বক্তব্যে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বলেন, এলজিইডি পল্লী, নগর ও পানি সম্পদ উন্নয়ন–এই তিনটি সেক্টরে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দিয়ে আসছে। এছাড়া এলজিইডি পৌরসভার দক্ষতাবৃদ্ধি, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং নারী-পুরুষের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়ন করছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে ৪টি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ই-প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) চালু করা হচ্ছে। জনগণের কাছে পৌরসভার তথ্য সরবরাহের জন্য প্রতিটি পৌরসভায় সর্বাধুনিক কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে।

এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মুহাম্মাদ আজিজুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, মোল্লা আবুল বাশার ও জনাব মোঃ আবুল হাসান সভায় উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের আগে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী এলজিইডি সদর দপ্তর প্রাঙ্গণে কুষ্টিয়া, গাইবান্ধা, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ, জামালপুর, বি.বাড়িয়া ও সুনামগঞ্জ পৌরসভা এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের হাতে ট্রাক্টর, ভ্যাকুয়াম ট্যাংকার ও হাইপ্রেশার জেটিং ইউনিটের চাবি হস্তান্তর করেন। ■

নারায়ণগঞ্জ শহরের দরিদ্র বসতি সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান বলেছেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাকে একটি অসাম্প্রদায়িক ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়তে বদ্ধপরিকর। আর এর প্রথম শর্ত হচ্ছে দারিদ্র্য কমিয়ে আনা। বর্তমান সরকার সে লক্ষ্যেই কাজ করে যাচ্ছে। গত ১৭ এপ্রিল দুপুরে নারায়ণগঞ্জ ক্লাবের কনভেনশন সেন্টারে নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের উদ্যোগে "নারায়ণগঞ্জ শহরে দরিদ্র বসতি" সংক্রান্ত গবেষণার রিপোর্ট প্রকাশ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন। নারায়ণগঞ্জ পৌর মেয়রের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী মেয়র নির্বাচিত হওয়ার সময় পৌরসভার তহবিলে জমা ছিল মাত্র ৮ লাখ টাকা। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি এই শহরের চেহারা পাল্টে ফেলেছেন। অনুষ্ঠানে নারায়ণগঞ্জ শহরের দরিদ্র বসতির ওপর করা একটি গবেষণার তথ্য ও ফলাফল প্রকাশ এবং এ সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়।

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী সভাপতির বক্তব্যে বলেন, পৌর এলাকার মধ্যে রেলওয়ের অনেক জমি রয়েছে; কিন্তু সেসব জমি ব্যবহারের সুযোগ না থাকায় পৌরবাসীর জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়েও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব এস এম আকরাম, ইউএনডিপির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর মিঃ রবার্ট জুহক্যাম, ডিএফআইডির প্রতিনিধি মিঃ ইউরান্ডা, এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নূরুল্লাহ, ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ, আন্তর্জাতিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক রিচার্ড গ্যায়ার, জাতীয় প্রকল্প সমন্বয়ক জনাব মোঃ আজহার আলী প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জ শহরের দরিদ্র বসতির ওপর করা গবেষণার তথ্য ও ফলাফল প্রকাশ করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবু আলম মোঃ শহিদ খান। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী, ইউএনডিপি ও ডিএফআইডির প্রতিনিধিবৃন্দ এবং ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব ইউপিপিআর প্রকল্পের আওতায় পৌর এলাকার শহীদ নগর পশ্চিম খালপাড় সিডিসি-২, ঋষিপাড়া সিডিসি-৩ এবং ৯নং ওয়ার্ডে শীতলক্ষ্যা ক্লাষ্টার ঘুরে দেখেন। তিনি প্রতিবন্ধীদের জন্য পরিচালিত স্কুল এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। পরে শীতলক্ষ্যা ক্লাষ্টার আয়োজিত মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করেন। ■

সম্পাদক : মোঃ নূরুল্লাহ, পরিচালক, ইউএমএসইউ, আরডিইসি (লেভেল – ৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৩৭৬০
সম্পাদক কর্তৃক ইউএমএসইউ'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত।